46

দৈনিক সংবাদ

তারিখ FEB. 3 1999
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৬

ইতিহাস সম্মেলন শুরু

ইতিহাসবিদরা হবেন নিরপেক্ষ ও নির্মোহ

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ এ. কে আজাদ চৌধুরী বলেন, ইতিহাস যে কতটুকু প্রতারক হতে পারে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্মকে ভ্রান্ত ধারণা দিয়ে ছন্নের আবরণ সৃষ্টি করতে পারে বিগত দুদশকে তা দেখতে পেয়েছি।

বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের তৃতীয় দ্বিবার্ষিক (৩০তম) ইতিহাস সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় গতকাল মঙ্গলবার তিনি একথা বলেন।

জাতীয় জাদুঘর শিশু মিলনায়তনে দুদিনব্যাপী এ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সুফিয়া আহমেদ। বক্তৃতা করেন-চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন, পরিষদের সহ-সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মদ ইনামউল হক, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হাবিবা খাতুন, যুগ্ম সম্পাদক ডঃ নাজমা খান মজলিশ।

অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী বলেন, ইতিহাস তার নিজস্ব ধারায় চলে। কোন পক্ষপাতিত্ব বা অপব্যাখ্যা দ্বারা একে চিরদিনের জন্য অপরিবর্তনীয় করে রাখা যায় না।

অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী বলেন, এদেশে তথ্য-উপাত্তের অভাব খুব একটা নেই। প্রকৃত জ্ঞানীর অভাব, তাও বলা যায় না, আবার তথ্যানুসন্ধানী মনেরও কমতি নেই। প্রয়োজন কেবল দেশপ্রেম। এদেশের গ্রামে গঞ্জে, হাটেবাজারে নানা স্থানে শত শত বছরের যে ইতিহাস লুকিয়ে আছে যেসব উদ্ধার করাই বর্তমান কালের ইতিহাসবিদদের পবিত্র দায়িত্ব। আর তা করতে গিয়ে ইতিহাসবিদগণ নিরপেক্ষ এবং নির্মোহ হবেন এটাই একান্ত আশা।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় ডাঃ নূরুল ইসলাম বলেন, প্রকৃত ইতিহাস যার যা প্রাপ্য তাই দেবে। কিন্তু সকল প্রত্যাশাকে পদাঘাত করে ক্ষমতাশালী অতি উৎসাহী কিছু লোক এই দেশের ইতিহাস শুধু কলংকিত নয় এমনিভাবে বিকৃত করেছে, সত্যের সেখানে কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এদেশের ইতিহাস যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে গণতন্ত্রবিরোধী শাসকদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর।

চাবিরতির পর অধ্যাপক আবদুল মোমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রবন্ধ পাঠের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডঃ মোঃ আখতারুজ্জামান, মোঃ আতাউর রহমান নিয়াজী ও মোঃ মুসা। মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির পর বিকেলে দুটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক ডঃ সিরাজুল ইসলাম ও ডঃ নাজিমুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে এ অধিবেশনে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক রাশেদা ওয়ায়েজ, খন্দকার আলমগীর, অধ্যাপক ডঃ হাবিবা খাতুন, মোঃ জাকারিয়া খান।